কালের কণ্ঠ

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

কলেজ জাতীয়করণ হওয়ায় এমপিকে সোনার নৌকা!

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

ময়মনসিংহের তারাকান্দা উপজেলার বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ হওয়ায় ময়মনসিংহ-২ (তারাকান্দা-ফুলপুর) আসনের সংসদ সদস্য শরীফ আহম্মেদকে সোনার নৌকা দিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছেন কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা। গত রবিবার রাতে কলেজ মাঠে ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এর আগে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হওয়ায় শরীফ আহম্মেদকে সোনার নৌকা দিয়ে সংবর্ধনা দিয়েছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ। সোনার নৌকা নিয়ে গত কয়েক বছরে দেশের নানা স্থানে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এমন পরিস্থিতিতেও সতর্ক না হওয়ায় বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে পড়েছেন তারাকান্দার এমপি ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজকরা।

জানা যায়, তারাকান্দা বঙ্গবন্ধু ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণ করা হয় প্রায় এক বছর আগে। কলেজটির মূল প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধুর সহচর মরহুম শামসুল হক এমপি। বর্তমান এমপি শরীফ আহম্মেদ প্রয়াত শামসুল হকেরই ছেলে। কলেজটি সরকারি হওয়ায় কলেজ কর্তৃপক্ষ গত রবিবার কলেজ মাঠে বিশাল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এমপির সংবর্ধনা ছাড়াও অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিখ্যাত সংগীতশিল্পী মমতাজ বেগমের সংগীত পরিবেশনা। অনুষ্ঠান বিকেল ৩টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টায়। অনুষ্ঠানে তারাকান্দা, ফুলপুরসহ আশপাশের উপজেলা থেকে বিপুলসংখ্যক লোক সমবেত হয়। অনুষ্ঠানের এক ফাঁকে এমপি শরীফ আহম্মেদের হাতে একটি নৌকা তুলে দেন আয়োজকরা। তবে গুঞ্জন ওঠে ওই নৌকায় প্রায় দুই ভরি সোনা আছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল সোমবার বিভিন্ন মহলে সমালোচনাও শুরু হয়।

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য হায়েতুর রহমান খান বেলাল বলেন, কোনো কিছুই অতিরিক্ত ভালো নয়। লোকজন সমালোচনা করে এমন কিছু করা ঠিক নয়। একই এলাকার বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শাহ শহীদ সায়োয়ার বলেন, যেখানে পেঁয়াজ এবং চালের দাম বাড়তি সেখানে সোনার নৌকায় সংবর্ধনা নেওয়া হাস্যকর ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

স্থানীয় আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা বলেন, কলেজটি সরকারি হওয়ায় এলাকার সব মানুষই খুশি। কিন্তু এত ঘটা করে অনুষ্ঠান করা ঠিক হয়নি। তবে প্রকাশ্যে কোনো শিক্ষক বা আওয়ামী লীগ নেতা এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, নৌকায় দুই ভরির মতো সোনা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিল্পীর খরচ, মাইক, ডেকোরেশন, আপ্যায়নসহ খরচ হয়েছে ১৫ লাখ টাকার মতো। আয়োজকদের দাবি, কলেজের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে এবং কলেজের সাবেক ছাত্ররা চাঁদা তুলে অনুষ্ঠান সফল করেছেন। এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদ আহম্মেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, সোনার নৌকা দেওয়া হয়নি। একটি নৌকা দেওয়া হয়েছে।

সংসদ সদস্য শরীফ আহম্মেদের মোবাইল ফোন নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।